অন্যদৃষ্টি

কলেজে ভর্তির সিদ্ধান্তে করণীয়

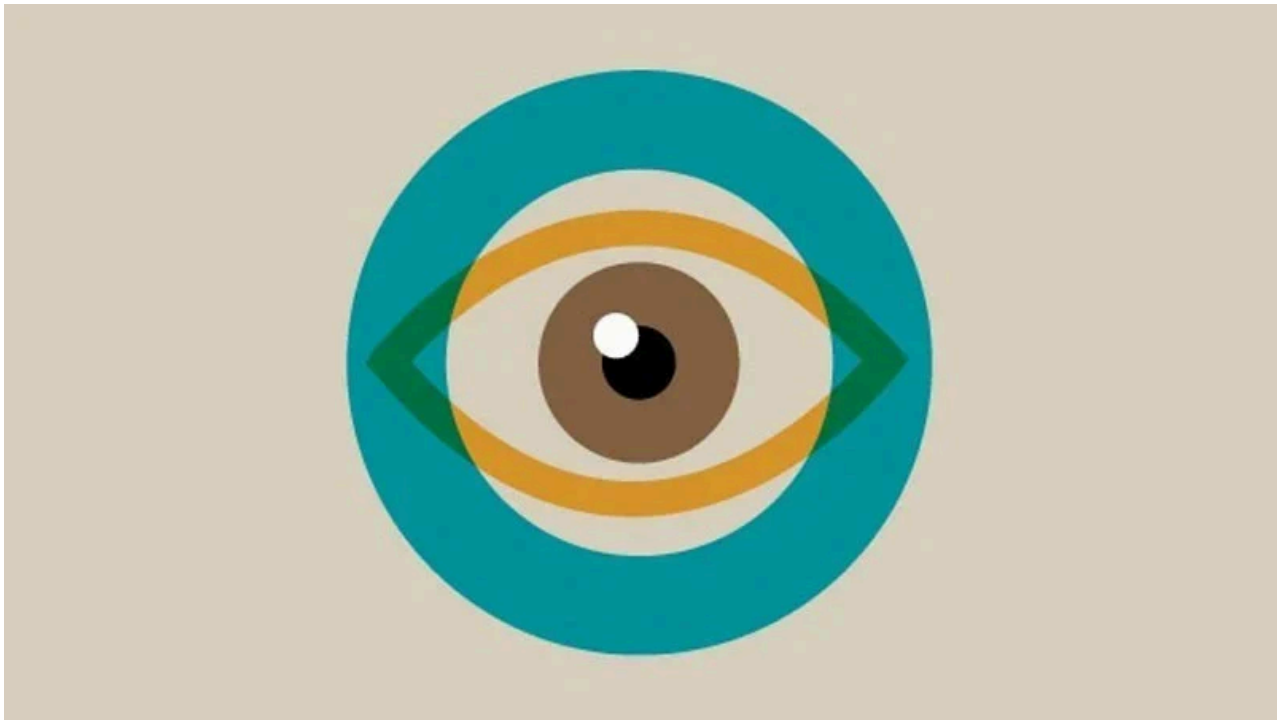

প্রতীকী ছবি

মুহাম্মদ ইয়াসীন ইবনে মাসুদ

প্রকাশ: ২৮ মে ২০২৪ | ২৩:৫৮

- অ +

এসএসসির ফল প্রকাশ হয়েছে। সামনে শুরু হবে কলেজে ভর্তি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। মাত্র দুই বছরের কোর্সটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের সংক্ষিপ্ততম পর্ব হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কলেজ পর্যায়ের এই দুই বছরের অর্জনের ওপরেই তাদের পরবর্তী জীবনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই এ পর্বে শিক্ষার্থীদের প্রবেশের সময় অভিভাবকদের অনেক হিসাবি হতে হবে। শিক্ষার্থীদেরও আবেগের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিভিন্ন কলেজের ভালো ও মন্দ দিক বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা না হলে শিক্ষার্থীদের সাফল্য বাধাগ্রস্ত হবে নিশ্চিত।

ইদানীং অভিভাবকরা নিজেদের জেলা শহরে অবস্থিত বিভিন্ন কলেজের সাফল্য না জেনেই অনেক দূরের শহরের বিভিন্ন কলেজে সন্তানদের ভর্তি করাতে ব্যস্ত হয়ে যান। সন্তানকে দূরে পাঠানোর সময় তারা এটি বিবেচনায়ই নেন না, শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের পেছনে শুধু কলেজ ভূমিকা রাখে না। সেখানে ছাত্রের বসবাস ও লেখাপড়ার পরিবেশ, অভিভাবকের যত্ন ও নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক নিরাপত্তা, বন্ধুবান্ধব চক্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে অভিভাবক এসব বিবেচনায় নিয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা করে সন্তানকে পরিবার থেকে দূরের কলেজে পাঠান, তাদের সন্তান ব্যতীত বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই অভিভাবক বা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে না।

আরও পড়ুন

অন্যদের দেখে নিজের সামাজিক অবস্থান ধরে রাখার জন্য এবং ভালো ফলের আশায় সন্তানদের বাড়ি থেকে দূরে অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে পাঠানোর ক্রমবর্ধমান এ প্রবণতার ফলে শিক্ষার্থী, তাদের পরিবার ও রাষ্ট্রকে বেশ কিছু কুফল বরণ করতে হয়। পরিবারের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তার প্রথমটি হলো, অতিরিক্ত খরচের বোঝা। সন্তানকে শহরে স্থানান্তর করার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় স্থানান্তরকৃত ছাত্রের আবাসন ও খাওয়ার খরচ। অতিরিক্ত যাতায়াত খরচ, প্রাইভেট টিউটরের ফি, ছোট-বড় সামাজিকতা (নতুন শহরের বন্ধুদের দেখাদেখি)- এসব অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিপূর্ণ হিসাব করে তার উপযুক্ত প্রস্তুতি না নিয়ে আর্থিকভাবে দুর্বল অভিভাবক সন্তানদের দূরের শহরে পড়তে পাঠান। সে জন্য হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপে সংসারের অনেক প্রয়োজনীয় ব্যয় পরিত্যাগ করতে হয়। ইদানীং অনেক দরিদ্র বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারও অপেক্ষাকৃত সচ্ছলদের দেখে উৎসাহিত হয়ে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা ভাড়া নিয়ে চলে যাচ্ছে শহরে ভর্তি করা সন্তানের দেখভালের জন্য। এসব পরিবার বেশি বিপদে পড়ে। কারণ একদিকে তাদের কৃষি বা ব্যবসার আয় কমে যায়, অন্যদিকে পারিবারিক খরচ দাঁড়ায় কয়েক গুণ।

যে শিক্ষার্থীকে অধিকতর ভালো ফল করার আশায় বাড়ি থেকে দূরে বড় শহরের কলেজে পাঠানো হয়, তার ফল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো না হয়ে বরং খারাপ হয়। এর পেছনে নতুন জেলা, নতুন সংস্কৃতি, নতুন শিক্ষায়তন, নতুন নিয়মকানুন, নতুন সহপাঠী ইত্যাদি প্রভাব ফেলে। অভিভাবকের শাসন থেকে মুক্ত হয়েই তার মধ্যে শুরু হয় নেতিবাচক কাজ করার প্রবণতা।

উল্লিখিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় একদিকে অভিভাবকদের উচিত অন্যের অনুকরণে অপ্রয়োজনে ছেলেমেয়েকে বড় শহরের পরিচিত কলেজে না পাঠিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের কাছে বা যে শহরে রাখলে নিয়মিত গিয়ে খোঁজ নেওয়া যাবে সেখানে রেখে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে পড়ানোর চেষ্টা করা। দূরের কলেজে পাঠালে আসা-যাওয়া, বাসা ভাড়াসহ কিছু নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট খাতে যে অতিরিক্ত খরচ হতো বা শ্রম যেত,সেটা সাশ্রয় হবে। এ অর্থ নিজের জেলায় রাখা সন্তানের টিউশন, পুষ্টিকর খাবার ও মানসম্মত বাসস্থানের পেছনে ব্যয় করলে তার ফল ভালো হবে- এটা নিশ্চিত।

মুহাম্মদ ইয়াসীন ইবনে মাসুদ:

কলেজ শিক্ষক

easin.edu@gmail.com

বিষয় : অন্যদৃষ্টি

আরও পড়ুন

সোনা, নারী আর ক্ষমতার মিশেলের ভয়টা যেখানে

আপডেট ২৯ মে ২০২৪ | ১৪:২১

জলোচ্ছ্বাস তো উপকূলে, ঢাকায় কেন জলাবদ্ধতা

আপডেট ২৯ মে ২০২৪ | ০০:০১

সাফল্যের কৃতিত্ব জাতিসংঘের, ব্যর্থতার দায় শান্তিরক্ষীর?

আপডেট ২৯ মে ২০২৪ | ০০:০৭

রপ্তানিতে প্রণোদনা অব্যাহত রাখা হোক

আপডেট ২৮ মে ২০২৪ | ১৫:৩৩